দৈনিক বাংলা

তারিখ ০৬ JAN 1990
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষকের ৭ হাজার পদে দুই লক্ষাধিক প্রার্থী

স্টাফ রিপোর্টার

প্রাথমিক শিক্ষকের ৭ হাজার শূন্য পদের জন্য ২ লাখ ১১ হাজার দরখাস্ত পড়েছে। এর মধ্যে এম, এ, পাস করা আবেদনকারীর সংখ্যা সাতশ'রও বেশী।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রী শুক্রবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ আন্তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় অফিসার্স ফেডারেশনের বার্ষিক সমাবেশে প্রধান অতিথির ভা-যণে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আব্দুল মান্নান। সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আবু হেনা মুহম্মদ মোহসীন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, নকল প্রবণতার কারণে শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। তাই দেশে ডিগ্রীধারী বেকা-রের সংখ্যা বেড়ে চলছে। অথচ চাহিদা উপযোগী মানবসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। তিনি জানান যে, দেশের সরকারী কলেজ গুলিতে প্রভাষকের সাতশ পদ শূন্য রয়েছে। এসব শূন্য পদ পূরণের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্ধারিত যোগ্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী প্রার্থী পাওয়া যায় না। এম, এ পাস প্রার্থীর কতজন আসন্ন প্রতিযোগি-তামূলক পরীক্ষায় সফলকাম হতে পারবেন, সে সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করেন। উৎকর্ষের পক্ষ্যে তিনি জাতীয় মেধা শক্তির পরীক্ষা-গুলিতে নকল প্রবণতা কঠোরভাবে বন্ধ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

লক্ষাধিক প্রার্থী

(প্রথম পৃঃ পর)

করার আহবান জানান।

শেখ শহীদুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পূর্বের গৌরব ও ঐতিহ্য এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সমুন্নত রাখার আহবানজানান।

সিনেট, সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী কমিটিতে অফিসার ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার জন্য অফিসার্স ফেডারেশনের দাবী প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, যুগের চাহিদা ও দাবী পূরণের জন্য '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট সংশোধনের কথা চিন্তাভাবনা করতে হবে।

এর আগে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষণে বলেন যে, "৭৩ -এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনে অফিসার ও কর্ম-চারীদের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধান রাখা হয়নি।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আব্দুল মান্নান তার ভাষণে বলেন যে, শিক্ষা-ঙ্গন থেকে নৈরাজ্য আস্তে আস্তে দূর হবে। শিক্ষাঙ্গন থেকে নৈরাজ্য দূর করার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে অফিসার ও কর্মচারীদের সম্মানজনক অবস্থান নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারেক মিয়া, জাহা-ঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমি-তির সভাপতি হায়দার আলি খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতির জালাল হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের আবদুল হান্নান খান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।